দৈনিক খবর

তারিখ 20 AUG 1988
পৃষ্ঠা ১, কলাম ৪

০৪৯

তাদের প্রত্যেকেরই বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগ ছিল

—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বারজন ছাত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা কোন মতেই রাজনৈতিক নয়, সম্পূর্ণরূপে শিক্ষাগত উল্লেখ করে বলেছেন, এদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল।

সন্ত্রাস সৃষ্টি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের

৭-এর পাতায় দেখুন

তাদের প্রত্যেকেরই বিরুদ্ধে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বহিষ্কৃত বারজন ছাত্রের মধ্যে নয় জনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে একটি ছাত্র সংগঠনের বক্তব্যের বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ থাকার প্রেক্ষিতে তিনি এ কথা বলেন।

গতকাল সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে রেজিস্ট্রার প্রকৃত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, কে কোন্ সংগঠনের সদস্য তা কোন পর্যায়েই বিবেচনা করা হয়নি। ব্যবস্থা গ্রহণের পরে জানা গেছে যে, বহিষ্কৃতদের সকলে যে কোনো একটি মাত্র সংগঠনের সদস্য তা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত একটি তদন্ত কমিটি এদের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগগুলো বিবেচনা করে দেখেছেন এবং পরে তাদের রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃংখলা পরিষদ পর্যালোচনা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য, প্রক্টর, সকল প্রভোস্ট ও ডীন এবং সিন্ডিকেটের প্রতিনিধিগণ এ শৃঙ্খলা পরিষদের সদস্য এবং উপাচার্য-এর চেয়ারম্যান। শৃংখলা পরিষদ অভিযুক্তদের প্রত্যেককে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেন এবং পরে একমত হয়ে ১৭ জন অভিযুক্তের মধ্যে ১২ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে তাদের জন্য বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি সুপারিশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী পরষিদ হচ্ছে সিন্ডিকেট, সেই সিন্ডিকেট একমত হয়ে এদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে পক্ষপাতের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ছাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে যে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তার মীমাংসা করা হয় এ ক্ষেত্রেও অবিকল তাই করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে, বহিষ্কারাদেশ দেওয়া হয় গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে। তারপর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসমুক্ত স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা হচ্ছে। শিক্ষকগণ অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে এবং ছুটির দিন কমিয়ে এনে সেশন জট দূর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। হলগুলোতে মেধার ভিত্তিতে সীট বন্টন হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সম্প্রতি একটি ছাত্র সংগঠন বহিষ্কৃতদের বার জনের মধ্যে নয় জনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের জন্য আন্দোলন শুরু করেছে। গত ১৬ই আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনগুলোতে তালা লাগিয়ে দিয়ে তারা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ক্লাস করা থেকে বিরত রাখে। পরে তারা অনশন ধর্মঘটেরও কর্মসূচী নিয়েছে এবং সে সঙ্গে এমন বক্তব্য উপস্থিত করেছে যার সঙ্গে প্রকৃত ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। লক্ষণীয় যে, এ সংগঠনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র সংগঠন, শিক্ষক, কর্মচারী ও প্রশাসনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত পরিবেশ পরিষদ থেকেও নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, পরিবেশ পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ রক্ষার জন্য কাজ করছে এবং সে কাজে ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

এ পরিস্থিতিতে এ ছাত্র সংগঠনটির কাছে আমাদের আহ্বান তারা যেন এমন কোন পদক্ষেপ না করে যাতে শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট কিম্বা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবন হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। সে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও দেশবাসীর কাছে আমাদের আবেদন তারা যেন লক্ষ্য রাখেন যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট না হয়, সন্ত্রাস ফিরে না আসে, বা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ না হয়ে যায়। বার বার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়া ও সন্ত্রাসের কারণে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জীবনের অমূল্য সময় নস্ট হয়ে গেছে এবং দেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। সে ঘটনা আর যেন না ঘটে।

শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের আহ্বান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের এক সভা গতকাল শুক্রবার উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয় ও শিক্ষার পরিবেশ সমুন্নত রাখার দৃঢ় সংকল্পের কথা পুনর্ব্যক্ত করা হয় এবং এ ব্যাপারে সহায়তা প্রদানের জন্য সকল মহলের প্রতি আবেদন জানানো হয়।

সভায় বিগত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিষদে অনুপস্থিত ছাত্র সংগঠনটিকে পরিষদে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আলোচনা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে উক্ত সংগঠন আহুত কর্মসূচী থেকে বিরত থাকার জন্য তাদের প্রতি আহবান জানানো হয়।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা, অধ্যাপক কে এ এম সাদউদ্দিন, অধ্যাপক আবদুস সালাম, অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী, জনাব আবদুল মান্নান চৌধুরী এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।